২০১৮য় গ্রামে-গ্রামে, ২২শে ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে বিদ্যুতঃ কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৫ অক্টোবরঃ- ২০১৮-র ১লা মের মধ্যে দেশের প্রতিটি গ্রামে পৌঁছে যাবে বিদ্যুত। তবে ঘরে ঘরে পৌঁছাবে আরও চার বছর পর। বুধবার ওয়ার্ল্ড সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট সামিট উপলক্ষে এক আলোচনা চক্রে এমনটাই দাবি করলেন কেন্দ্রীয় বিদ্যুত মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব অরুণ কুমার ভার্মা। দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ বিদ্যুত যোজনার মাধ্যমে শুধু বিদ্যুত পৌঁছে দেওয়াই নয়, দেশবাসীকে ২৪ ঘন্টা বিদ্যু পরিষেবার গ্যারান্টিও দিতে নরেন্দ্র মোদী সরকার বদ্ধপরিকর বলে তিনি দাবি করেন।

নয়াদিল্লির পরিবেশ ও শক্তি বিষয়ক প্রতিষ্ঠান টেরি-র উদ্যোগে আয়োজন করা হয়েছে ওয়ার্ল্ড সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট সামিট। বিভিন্ন দেশ থেকে বিশেষজ্ঞরা এই সম্মেলনে অংশ নিচ্ছেন। বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন। তবে বুধবার থেকেই শুরু হয়েছে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের আলোচনা। নয়াদিল্লির ইন্ডিয়া হ্যাবিটাট সেন্টারের বিভিন্ন অডিটোরিয়ামে উন্নয়নের বিভিন্ন দিকে নিয়ে আলোচনায় বিশেষজ্ঞরা তুলে ধরেন পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা ও তার থেকে উত্তরণের পথ।

বিশেষজ্ঞদের মতে, উন্নয়নের প্রাথমিক শর্তই হল এনার্জি। বিদ্যুত ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়। কিন্তু গোটা দুনিয়ার প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে একজন এখনও বিদ্যুতের আলো থেকে বঞ্চিত। ৩০০ কোটি মানুষ এখনও কাঠ জ্বালিয়ে তাঁদের হেঁসেল সামলাতে বাধ্য হন। ফলে উন্নয়নের সুফল তাঁদের কাছে পৌঁছাচ্ছে বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। বিদ্যুত সংক্রান্ত এক সেমিনারে ভারতের পরিস্থিতিরও কড়া সমালোচনা করেন রাষ্ট্রসংঘের প্রতিনিধি রাসেল কাইট। তবে তাঁর বক্তব্যকে খন্ডন করে বিদ্যুত মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব অরুণ কুমার ভার্মা দাবি করেন, পর্যাপ্ত পরিমানে পরিবেশবান্ধ বিদ্যুত উতপাদনের মাধ্যমেই ভারত বিদ্যুতের চাহিদা ও বন্টন ব্যবস্থায় গতি

আনছে্। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাজার দিনের প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি জানান, দেশের প্রতিটি প্রান্তে ২০১৮-র ১লা মে বিদ্যুত পৌঁছে যাবে। নীতি আয়োগের বরীষ্ঠ পরামর্শদাতা পিকে আনন্দ জানান প্রচলিত বাল্বের বদলে এলইডি ল্যাম্প যুক্ত করে পরিবেশ দূষণ অনেকটাই কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে ভার। তবে নয়াদিল্লির অপ্রচলিত শক্তি অধিকর্তা দেবজ্যোতি পালিতের মতে, বনধংশ রোধে এখনও আমরা ব্যর্থ। এমনকী, সড়ক সবুজায়ণে বাংলাদেশ ভারতকে টেক্কা দিচ্ছে বলেও দাবি করেন তিনি।

সম্মেলনের স্লোগান, '২০১৫-র পরে মানুষ, পৃথিবী ও প্রগতি'। ৫ থেকে ৮ অক্টোবর বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট নিয়ে এই ভারতে স্বচ্ছ ভারত অভিযানকে পাশ কাটিয়ে সেনিটেশনের ক্ষেত্রেও বিশেষজ্ঞদের প্রশংসা ছিনিয়ে নিল বাংলাদেশ। টেরির ডিরেক্টর সুনীল পান্ডের মতে, সেনিটেশনে বাংলাদেশের অগ্রগতি অবশ্যই প্রশংসনীয়। একই ভাবে ভারত সরকারের উচ্চপদস্থ আমলা এস বিজয়কুমার বাংলাদেশের মাইক্রো ক্রেডিটের প্রশংসায় ছিলেন পঞ্চমুখ। টেরি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন অমিত কুমার মন্তব্য করেন, উন্নয়নের প্রধান শর্তই হচ্ছে এনার্জি। সেইসঙ্গে গ্রামাঞ্চলের সড় যোগাযোগও অত্যন্ত জরুরি। এই সামিটে অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছেন টেরির চেয়ারম্যান অশোক চাওলা, ডিরেক্টর জেনারেল অজয় মাথুর, টেরির মিডিয়া কনসালটেন্ট গীতাঞ্জলি আয়ার, বরীষ্ঠ সাংবাদিক অরুল লুইস প্রমুখ।

(তরুণ চক্রবর্তী)